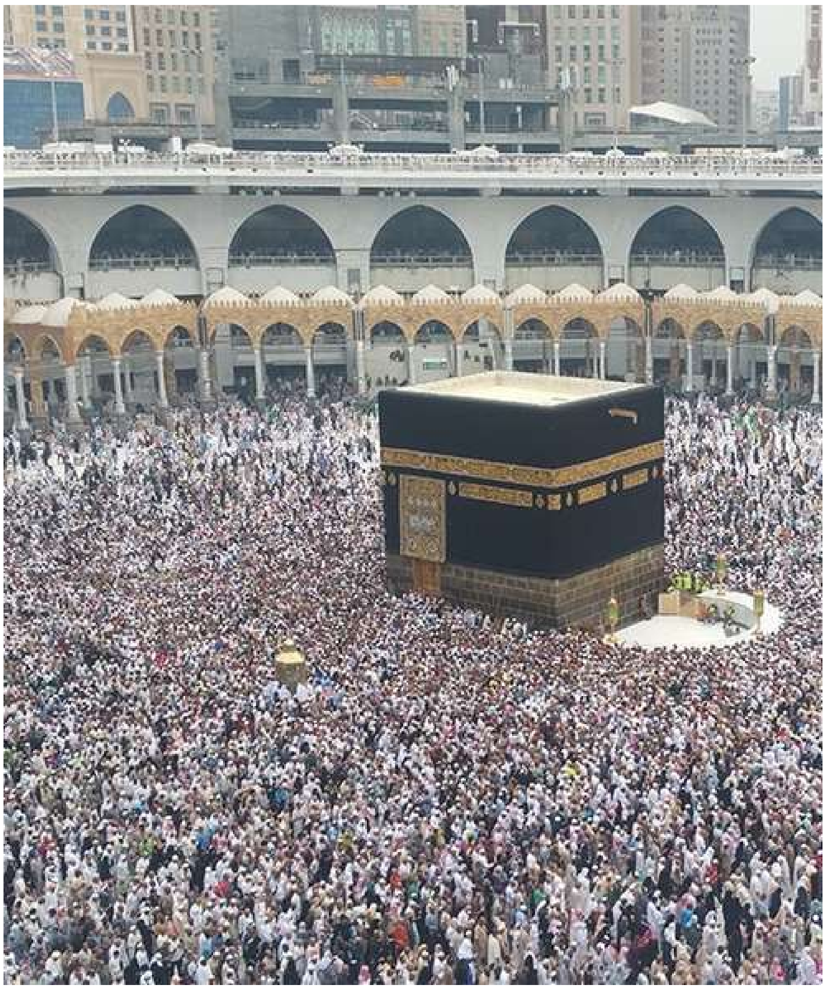

পাঁচ মিনিটের পড়া

রবিবার / জুন ১৮, ২০২৩ / জিলক্বদ ২৯, ১৪৪৪

'পাঁচ মিনিটের পড়া - সাপ্তাহিক ই-বুলেটিন' বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন লেখকের লেখার সংকলন!

প্রতিটি লেখা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না!

প্রকাশনায়ঃ
প্রবাস-ই-প্রকাশনী,
কানাডা

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net
ভাবানুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ মাসুদ আলী

এক মাতার আত্মত্যাগ!

"হে আমাদের রব! আমি একটি তৃণ পানিহীন উপত্যকায় নিজের বংশধরদের একটি অংশকে তোমার পবিত্র গৃহের কাছে এনে বসবাস করিয়েছি। পরওয়ারদিগার! এটা আমি এ জন্য করেছি যে, এরা এখানে নামায কায়েম করবে। কাজেই তুমি লোকদের মনকে এদের প্রতি আকৃষ্ট করো এবং ফলাদি দিয়ে এদের আহারের ব্যবস্থা করো, হয়তো এরা শোকরগুজার হবে।"

- সূরা ইবরাহীম / আয়াত ৩৭

হজ্ব বা ওমরা পালনকারী মুসলমানদের অবশ্যই সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী অংশে সাতবার দৌড়াতে হয়। সাফা ও মারওয়া কাবার নিকটবর্তী দুটি পাহাড়। এটি ছেলের জন্য একজন মায়ের আত্মত্যাগের স্মারক।

সেই মা ছিলেন হাজেরা (রা:)। তার পুত্র ছিলেন হযরত ইসমাইল (আঃ)। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ছিলেন হাজেরার (রা:) স্বামী এবং ইসমাইলের (রা:) পিতা।

হাজেরার ত্যাগের উদাহরণ ঘটেছিল যখন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) হাজেরাকে (রা:) এবং তার শিশুকে মক্কার উপত্যকায় রেখে গিয়েছিলেন একটি সভ্যতা শুরু করার পথপ্রদর্শক হিসাবে আল্লাহর আদেশে।

এখানে একজন নবীর স্ত্রী, মিশরের রাজার রাজকুমারী, তার সন্তানকে নিয়ে মরুভূমিতে চলে গেলেন। সবই আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে খুশি করার জন্য।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে তার পরবর্তী দায়িত্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে তিনি এমন একটি এলাকায় পৌঁছেছিলেন যেখানে হাজেরা (রা:) এবং ইসমাইল (রা:) তাকে দেখতে পাননি। এ সময় তিনি দুই হাত তুলে উপরোক্ত দুআ করতে করতে ফিরে গেলেন।

এই মায়ের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ফল আজ আমরা পাচ্ছি। আজ আমরা জমজম কুপের পবিত্র পানি পান করছি। আর আমরা হজ্ব ও ওমরার সময় সাফা ও মারওয়ার মধ্যে হাজেরার (রা:) চেয়ে অনেক বেশি আরামদায় অবস্থায় হাঁটছি, দৌড়াচ্ছি।

ছেলের প্রতি তার দায়িত্ববোধ, জরুরী অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি এবং এই ধরনের কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস সবই প্রমান করে হাজেরা (রা:) কতটা চমৎকার মা ছিলেন এবং সেই সাথে আল্লাহর প্রতি তিনি কতটা দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন।

সুত্রঃ "Running to Remember a Mother and Her Trust in Allah" – SoundVision.com / "The Holy Quran: Guidance for Life" – Yahiya Emerick, p. 184

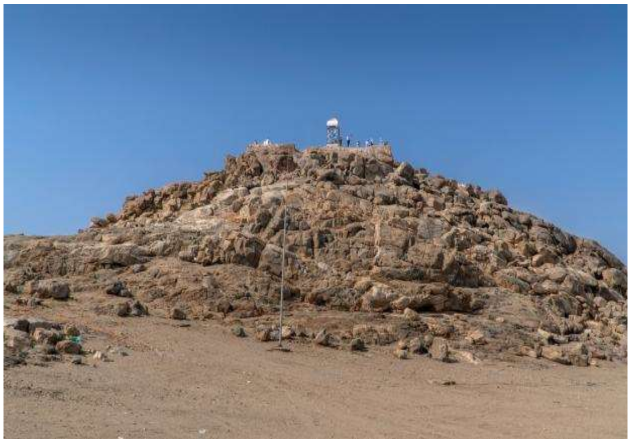

বছরের সেরা দিন ও সেরা দিনগুলো

আরাফার দিনটি ইসলামী ক্যালেন্ডারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন, 'লাইলাতুল কদরের' মত গুরুত্বপূর্ণ।

মুহাম্মদ, নবী (সাঃ) বলেছেন "হজ্ব হল আরাফাহ।" *(সহীহ মুসলিম)*

আরাফাহ হজ্জের সময় আমাদের ইবাদতের সর্বোচ্চ অর্জনের সময়। হাজীরা যখন আরাফাত পর্বত ও চারপাশে সমবেত হয়, তখন তারা প্রার্থনা এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে দিনটি কাটায়।

আরাফাহ হল সেই দিন যেদিন আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তাঁর ওহী সম্পূর্ণ করেছিলেন, তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অনুগ্রহ পূর্ণ করেছিলেন এবং সমস্ত মানবজাতির জন্য ইসলামকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিসাবে অনুমোদন করেছিলেন।

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে অনুমোদন করলাম। "

-(সূরা আল মায়িদাহ/ আয়াত ৩)

আরাফার দিনে রোজা রাখা যারা হজ করেন না তাদের হজের অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত করে, যদিও হাজীরা নিজেরাই এই দিনে রোজা রাখেন না। আরাফাতে রোজা রাখা বিগত বছরের এবং আগামী বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়।

" আল্লাহ মানুষকে আরাফার দিন যত মানুষকে আগুন থেকে মুক্ত করেন এমন কোন দিন আর নেই। তিনি তাদের (আরাফায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের) কাছে আসেন এবং তারপর তিনি তাঁর ফেরেশতাদের বলে দেন 'এই লোকরা কি খুঁজছে।" – *(মুসলিম)*

এই সময়ে বেশী বেশী এবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির সুযোগও আসে।

নবী (সাঃ) মুসলমানদেরকে তাই আরাফার দিনে (এবং সেই সাথে তাশরীকের দিনে (১১, ১২ এবং ১৩ জুলহিজ্জা) যতদূর সম্ভব তাহলীল, তাকবীর, তাহমীদ এবং তাসবীহ পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছেনঃ

তাহলীল হলঃ "লা ইলাহা ইল্লালাহ" বলা। তাকবীর হলঃ "আল্লাহু আকবার" বলা। তাহমীদ হলঃ "আলহামদুলিল্লাহ" বলা। তাসবীহ হলঃ "সুবহানাল্লাহ" বলা।

জুলহিজ্জার প্রথম দশ দিন হল শ্রেষ্ঠ দিন এবং ইয়াওম আরাফাহ একটি বরকতময় দিন।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন:

"এই দিনে, মহান আল্লাহ, নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং তিনি পৃথিবীতে তাঁর বান্দাদের জন্য গর্বিত হন এবং জান্নাতবাসীদেরকে বলেন, আমার বান্দাদেরকে দেখ, তারা দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে, চুল এলোমেলো এবং ধুলোয় ঢাকা মুখ, আমার করুণা খোঁজার জন্য। তাদের পাপ বালি বা সমুদ্রের ঝোপের সমান হলেও আমি তাদের ক্ষমা করব। "

সুত্রঃ The Best of Days and Day by Mahasin D. Shamsid-Deen

পশু কোরবানী

হজ্ব এবং ঈদ-উল-আযহার সময় নির্দিষ্ট ধরণের পশু কোরবানী করা ইসলামী আহকামের (রীতি) অংশ।
ইসলামই একমাত্র ধর্ম নয় যা পশু কোরবানীর নির্দেশ দেয়।
সাম্প্রতিক সময়ে পশু অধিকার আন্দোলনের প্রভাবে পশু কোরবানী আক্রমণের মুখে পড়েছে।

মুসলিম আমেরিকান মিশেল জ্যানসেনের (Michel Jansen) হজ্বের সময় পশু কোরবানীর প্রতি অস্বস্তিবোধ এবং কীভাবে তিনি পরবর্তীতে নিজেকে এরসাথে খাপ খাওয়াতে পেরেছিলেন নীচে তার উল্লেখ করা হলঃ

"আমি হজ্বযাত্রা শুরু করার আগে, এর আহকামগুলো আমার কাছে কৌতূহলী বিষয় বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আমি যখন হজ্বযাত্রায় অংশ নিলাম, তখন এই আচার-অনুষ্ঠানের অর্থ ও তাৎপর্য পরিস্কার হল, ইসলাম সম্পর্কে আমার উপলব্ধি আরও গভীর হল এবং মুসলিম বলতে কী বোঝায় তা আরও সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করলাম। প্রকৃতপক্ষে, এই কারণেই আল্লাহ্‌ মুহাম্মদকে (সঃ) তীর্থযাত্রার জন্য আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন: " যাতে এখানে তাদের (হজ্বযাত্রীরা) জন্য যে কল্যাণ রাখা হয়েছে তা তারা দেখতে পায়...." *-আল হাজ্জ/২৮(আংশিক)*

উদাহরণস্বরূপ, হজ্বের শেষের দিকে যখন [প্রাণী] কোরবানীর সময় এলো তখন আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। যেহেতু আমি শৈশবে যে কোমল-হৃদয়কে চিনতাম তা আমি পুরোপুরি ছাড়তে পারিনি , তাই এর মুখোমুখি হওয়ার অনেক আগে থেকেই আমি করবানীর বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিলাম এবং এখন এটি করার সময় এসেছে। আমার কি করার ছিল? একটি মেয়ে হিসাবে আমি হারিয়ে যাওয়া কুকুর বা বিপথগামী বিড়ালদের দেখাশোনা করেছি, পাখির বাসা থেকে পড়ে যাওয়া বাচ্চাকে দত্তক নিয়েছি, পাখির ভাঙা পা ম্যাচের লাঠি দিয়ে ঠিক করেছি এবং আহত প্রজাপতিকে চিনির শরবত খাইয়েছি। কিন্তু আমার একজন সঙ্গী অনড় ছিলেন। তিনি বললেন, "আপনাকে অবশ্যই স্যাক্রিফাইস করতে হবে।"

মিনায় আমাদের বিল্ডিংয়ে ফিরে আমি কুরআনের দিকে তাকালাম। **আমি দেখলাম যে কোরবানীর অনেক তাৎপর্য রয়েছে: এটি ইব্রাহীমের (আঃ) পুত্রকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় আন্তরিকভাবে নিবেদিত করা, এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে ইব্রাহীমের (আঃ) আত্মসমর্পণের বিনিময়ে পুত্রের পরিবর্তে পশু কোরবানী' করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; এটি আরবদের মধ্যে মূর্তিপূজার সমাপ্তি চিহ্নিত করে; এটি সৃষ্টি জগতের প্রভু, পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতার একটি নিদর্শনঃ এবং এটি সচ্ছল ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্‌র দেওয়া রহমতকে অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে শেখায়ঃ "নিজেরাও খাও এবং তাদেরকেও খাওয়াও যারা পরিতুষ্ট হয়ে বসে আছে এবং তাদেরকেও যারা নিজেদের অভাব পেশ করে......."** *-আল হাজ্জ/৩৬*

আমি কুরআন পড়ছিলাম আর তা নিয়ে চিন্তা করছিলাম, আমার বিবেক থেকে একটা বিরাট বোঝা সরে গেলো। আমি হঠাৎ দেখলাম যে, **কোরবানী পবিত্রতাকে সমুন্নত রাখে, এটি প্রকৃতপক্ষে হজ্ব পালনকারীর একটি অঙ্গীকার যে সে শুধুমাত্র খাদ্য হিসেবে পশু কোরবানী করতে পারবে।**

আগে যেখানে আমি কোরবানী বিষয়ে অস্বস্তিবোধ করতাম, এখন আমি আমার হজ্বের সকল প্রয়োজনীয় আহকামগুলো পূরণ করতে আগ্রহী হয়েছি।

সুত্রঃ "ISLAM- The Natural Way", by Adbul Wahid Hamid, pP. 127-128

হজ্ব ও উম্মাহর দায়িত্ব

হজ্বকে কোন সাধারন “তীর্থযাত্র্র” মত কোন এক বিশেষ স্থানে যাত্রা কিংবা একজন নবী, সাধক ব্যক্তি বা কেবল মহান তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততা করা ঠিক না।

হজ্বকে 'তীর্থযাত্রা' বলাও ঠিক না। বরং কুরআনিক নাম “হজ্ব” দ্বারা পরিচিত হতে হবে।

যদিও হজ্ব পালন ব্যক্তির ব্যক্তিগত এবাদত, তবুও এর মাধ্যমে শুধুমাত্র ব্যক্তি নিজে উপকৃত হয় না, সামগ্রিকভাবে সমাজ ও মানবতাও উপকৃত হয়। তাই এটি নিজের ইচ্ছামত যেকোনো সময়, যে কোন ভাবে পালনের সুযোগ নাই। এটি একটি সমষ্টিগত (সার্বিকভাবে ‘উম্মাহর’) কাজ যা সঠিক সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় করা আবশ্যক। উম্মাহর অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো হজ্ব হয় না।

হজ্ব হল দূর অতীতের ইব্রাহীমের (আঃ), হাজেরার (রাঃ), ইসমাঈলের (আঃ) কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি, নবী মুহাম্মদের (সঃ) মক্কা থেকে হিজরতের এবং আট বছর পরে তাঁর বিজয়ী পুনঃপ্রবেশের অভিজ্ঞতা। এটি হল কাবাঘরের মূর্তিগুলির পুনরায় ধংস করা, ইসলামকে আল-দ্বীন বা জীবন পদ্ধতি হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর সাথে একজন ব্যক্তির সম্পর্কের চূড়ান্ত পথনির্দেশনা। আর তাই হজ্জে অংশগ্রহনকারীর কণ্ঠে ঘোষিত হয় এক অপূর্ব ঘোষণাঃ

‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শারিকা লাক।’

অর্থাৎ আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির, তোমার কোনো শরিক নেই, সব প্রশংসা ও নিয়ামত শুধু তোমারই, সব সাম্রাজ্যও তোমার।

সমষ্টিগত ভাবে হজ্ব হল সকল দল, জাতি, রাষ্ট্র এবং সকল আদর্শ, শ্রেণী ও রঙের মানুষের প্রভুর দরবারে একত্রিত হওয়া। এখানে এসে সকলেই তাদের ঐক্য ও সম্প্রীতি নিশ্চিত করার জন্য তাদের সকল মতভেদ ভুলে যায়।

হজ্ব সমগ্র উম্মাহর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দ্যেশে ইসলামের প্রতি নিজেকে পুনরায় উৎসর্গ করার এবং সেই সাথে বিশ্বের অন্যান্য জাতিগুলিকে সুন্দর এক পৃথিবী গড়ার প্রত্যাশায় আল্লাহ্‌র পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানোর এক সুর্বন সুযোগ।

সুত্রঃ Islam: The Way of Revival, "*Inner Dimensions of Worship*" - Ismail al-Faruqi, pp. 177, 178

পাঁচ মিনিটের পড়া ই-বুলেটিন
রবিবার, জুন ১৮, ২০২৩

আপনি কি পড়তে ভালোবাসেন, কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার কারনে আপনার পড়ার সময় নাই।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের এই ই-মেইল সিরিজ

'পাঁচ মিনিটের পড়া'।

'পাঁচ মিনিটের পড়া' ই-মেইলের উদ্দেশ্যঃ

- **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী লেখকের সাথে পরিচয় করানো।**
- **ব্যস্ততাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে চুম্বক কিছু অংশ সদস্যদের কাছে নিয়মিত পাঠানো যা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।**
- **এর মাধ্যমে, ইনশাল্লাহ, আপনি পরিচিত হবেন নতুন লেখক, তাদের বই ও লেখার সুত্রগুলোর সাথে।**

'পাঁচ মিনিটের পড়া' এই ইমেইলগুলো আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।
আমাদের সাথে থাকুন!
ইমেইলগুলো ভাল লাগলে আপনার পরিচিতদের কাছে পাঠান এবং "পাঁচ মিনিটের পড়া" ই-মেইল গ্রুপে 'সাইন-আপ' করতে উৎসাহিত করুন।

'সাইন-আপ' ফরমের লিংকঃ

https://conta.cc/3L8sV0k

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net
ভাবানুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ মাসুদ আলী